সঙ্গী

- সুদীপ্ত চক্রবর্তী

মনে পড়ে তোমার কথা-
যে হাত ছিল সব সময় কাঁধে

একা ছাড়োনি কখনও
একাকীত্বে দৃঢ়ভাবে সঙ্গ দিয়েছিলো খুব;

যাতে হারিয়ে না যাই
আগলে রাখতে তাই-

আমিও তো চাইতাম এটাই
চোখ খুললেই যাতে তোমাকে কাছে পাই-

বুকে অনেক কষ্ট লুকিয়ে
চেপে যেতে সবটাই
প্রকাশ করোনি
হাসির আড়ালে লুকোতে যাতে বোঝার ক্ষমতা হারাই;
কেমন করে বলো এতোটা শক্ত হতে পারতে ?

মনে আছে-
সেই প্রথম নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছিলে আমায় ?
সেই ছবিটা আজ সবচাইতে প্রিয় আমার।
খুব আশা ছিল জানো,
পৃথিবীর সব সুখ তোমায় দেবো,
সব ভালোবাসা তোমার হোক,

অভাবে কোনোমতেই দিন না কাটুক তোমার
সবটা উজাড় করে দেবো।

কিন্তু পারলাম কই ?

যে দুঃখগুলো বুকের ভেতর আটকে রেখে আমায় হাসাতে
ইচ্ছে ছিল তোমার থেকে সেই সব দুঃখগুলোকে কেড়ে নিয়ে আমার খাঁচায় পুরে দিই।

কিন্তু সময় আর সুযোগ দিল কই ?

হাত ছেড়ে মাঝপথে নিঃসঙ্গতায় ঠেলে দিলে তুমি।
কঠিন পরিস্থিতিতে একা উঠে দাঁড়াতে পারবো কিনা একবারও পেছন ঘুরে দেখলেনা।
ঠিক কেন এমনটা করেছিলে বলতে পারো ?

এত্তসব কি এই ছোট্ট দু-হাত পারে সামলাতে ?
কি করে পারলে তুমি ?

মাঝে মধ্যে খুব একা থাকতে ইচ্ছে করলে নির্জন রাস্তায় হেঁটে বেড়াই, ভাবি কোনো জাদু দিয়ে যদি আবার তোমায় কাছে পেতাম....

জানি না কোথায় আছো-কেমন আছো তুমি ?
তবে যেখানেই আছো জানি, ভালো আছো।যতদিন আমি বেঁচে থাকব - তুমিও থাকবে আমার মধ্যে লীন
তোমাকে দিয়েই তো আমার স্নেহের ও ভালোবাসার পরিচয়।

তোমার ঋণ কি করে এই জীবনে শোধ করি ?

ভালোবাসি কত্ত তা কখনও মুখ ফুটে বলতে পারিনি।

যা আগে বলা হয়নি তা এখন প্রচুর ইচ্ছে হয় বলতে;

শুধু রাত শেষে দিনের আলো ফোটার প্রাক মুহূর্তে রোজ তোমায় অনেক মনে পড়ে বাবা;
তোমায় অনেক মনে পড়ে।।

*****